লাভ-ক্ষতি, সৃষ্টি-ধ্বংসের প্রশ্ন

অরুণাভ সেনগুপ্ত

‘আমি নেশা করি না, আমি নিজেই নেশা’— পরাবাস্তব শিল্পী সালভাদর দালির উক্তি। বলতে চেয়েছেন, তাঁর কল্পনাশক্তি স্নায়বিক বার্তাবহদের রকমফের ঘটিয়ে ভিন্নতর চেতনার জন্ম দিতে নেশাকর রাসায়নিক বস্তুর মতোই পারঙ্গম। আলাদা করে উত্তেজক লাগে না। মস্তিষ্কের ক্রিয়া–বিক্রিয়াকে উজ্জীবিত বা আরও গতিশীল করতে নানা দ্রব্যের বা ড্রাগস ব্যবহারের অভ্যাস অনেকেরই। হাসিসখোর বা অ্যাসাসিনদের বেপরোয়া ঘাতক মনোবৃত্তি, লাউডেনামজনিত তুরীয়ানন্দে অর্ধচেতন কোলরিজের বিখ্যাত কবিতা ‘কুবলাই খান’ রচনা, অথবা কোকেনজাত উন্মাদনার তাড়নায় লুই স্টিভেনসনের ৬ দিনে ৬০ হাজার শব্দের বই ‘ড. জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড’ একটানে লেখা— উদাহরণ অনেক। সে বাবদ অধুনা একটা তর্ক ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হচ্ছে। সোমরসের সঙ্গে বৈদিক স্তোত্র, মারিজুয়ানার সঙ্গে বীটনিকদের সৃজনশীলতার সংযোগের মতো বিদ্যাশিক্ষায় প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তি, একাগ্রতার সঙ্গে ইদানীং ব্যবহৃত স্টাডি ড্রাগের কোনও সরলরৈখিক শারীরবিজ্ঞানসম্মত যোগ আছে কি না? থাকলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এদের ব্যবহার কি ক্রীড়াক্ষেত্রে ডোপিং এর মতোই অনৈতিক? বিশেষত যখন সমাজ, সংস্কৃতি ও সময় পাল্টে যাওয়ার সঙ্গে নৈতিক–অনৈতিক বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টে যায়। ১৯০৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকের আগে পর্যন্ত অলিম্পিক কমিটির মত ছিল, প্রতিযোগীদের খুব বেশী অনুশীলন ও শরীরচর্চা অনৈতিক ও অভদ্রজনোচিত।

সন্দেহ নেই বর্তমানে কঠিন প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাব্যবস্থায় সাফল্য পাওয়ার জন্য প্রয়োজন উচ্চমেধার সঙ্গে দীর্ঘ সময় নিবিড় অধ্যয়ন। পশ্চিমা নামী শিক্ষায়তনগুলিতে বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা প্রায় ৩০ শতাংশ ছাত্রদের ধারণা, স্টাডি ড্রাগগুলি জ্ঞানগত দক্ষতা ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই কোনও না কোনও সময়ে এই ধরনের বস্তুর ব্যবহার করেছে। ভারতের নামী কয়েকটি উচ্চ শিক্ষায়তনে সমীক্ষা চালানো সাংবাদিকদের প্রতিবেদন অনুযায়ী সংখ্যাটা অনেক বেশি। নবাগত, বিশেষত একটা বড় অংশের আবাসিক ছাত্রদের থেকে একটা প্রধান জীবনশিক্ষা বোধহয়, বিভিন্ন স্টাডি ড্রাগের বা এক কথায় নোট্রপিক্স বলে চিহ্নিত ওষুধের বা দ্রব্যের সুলুক সন্ধান। পারিবারিক পরিসরে স্কুল জীবনেই ব্রাহ্মীশাক, অশ্বগন্ধা, শঙ্খপুষ্পী ইত্যাদি দিয়ে তৈরি বছরে প্রায় হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করা মেধাবর্ধক নানা আয়ুর্বেদীয় বা ভেষজ নোট্রপিক্স চ্যবনপ্রাশ ইত্যাদির সাথে পরিচয় থাকায় ছাত্ররা এর মধ্যে কোনও নীতিগত বিরোধ দেখে না। দ্রব্য ব্যবহারের শুরুটা হয় রাত জেগে পড়তে নিকোটিন ভেপিং, বিদেশি উদ্দীপক নরম পানীয়, ক্যাফিন পিল বা উত্তেজনা প্রশমক এল–থিয়ানিন মেশানো ক্যাফিন ক্যাপসুল ইত্যাদি দিয়ে। এরপর বর্ষ পরম্পরায় ছাত্রাবাস বা শিক্ষায়তনগুলির আশেপাশে তৈরি হওয়া সরবরাহ শৃঙ্খলের সাহায্যে বা প্ররোচনায় ধাপে ধাপে যোগ হয় মোডাফিনিল জাতীয় ঘুম তাড়ানোর ওষুধ, এডিএইচডি চিকিৎসায় ব্যবহৃত মনোযোগ ও স্মৃতিবর্ধক মিথাইলফেনিডেট জাতীয় ওষুধ এবং শেষে অপেক্ষাকৃত দুর্লভ অ্যামফেটামিন–ভিত্তিক স্পিড ড্রাগ যার দৌলতে হিটলারের সৈন্যদল না ঘুমিয়ে না থেমে ইওরোপ জুড়ে ব্লিৎজক্রিগের ঝড় তুলেছিল। আসল চিন্তার বিষয় অবশ্যই ছাত্রদের এ ধরনের একটা পিচ্ছিল পথে পা রাখা। যে পথ একান্তই নিম্নগামী, যাতে ক্রমশ আসে প্রয়োজন ছাড়াই নিয়মিত ব্যবহার, ওষুধের মাত্রা বাড়ানো, একাধিক দ্রব্যের ব্যবহার, তজ্জনিত নানা বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া এবং তাঁর মোকাবিলায় আরও নানা ধরনের ওষুধের ব্যবহার। অ্যাকাডেমিক সাফল্য না পেলে দুঃখ বা হতাশা ভুলতে স্টাডি ড্রাগ থেকে স্ট্রিট ড্রাগ বা মনে স্ফূর্তি আনার ড্রাগে পৌঁছোনোর রাস্তা খুব দীর্ঘ নয়। হতাশা, বিষাদ কাটাতে নেশাসক্ত হয়ে পড়া এবং শেষে আত্মহত্যা অথবা ওষুধের মাত্রা ঠিক রাখতে না পেরে কিংবা ভুল বা ভেজাল ওষুধ খেয়ে অকালমৃত্যু। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রাবাস থেকে মাঝেমধ্যেই যে আবাসিকদের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়, ঠিকমতো তদন্ত হলে তাদের অনেক ক্ষেত্রেই দ্রব্যদোষ খুঁজে পাওয়া যাবে।

আলোচনাটার মূল বিন্দুতে, অর্থাৎ স্টাডি ড্রাগসের ব্যবহার লাভজনক কি না সে প্রশ্নে ফিরে গেলে, উত্তর কিছুটা আপেক্ষিক। কিছু গবেষণার সিদ্ধান্ত এডিএইচডি চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের জ্ঞানগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা খুবই কম এবং লাভ হয় কেবলমাত্র তাঁদের, যাঁদের মনঃসংযোগ সংক্রান্ত সমস্যা আছে। সম্পূর্ণ সুস্থদের কোনও লাভ হয় না। আবার কিছু গবেষণার সিদ্ধান্ত, এ ধরনের ওষুধের ব্যবহার বাড়তি সুবিধা দেয়। সে সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়ে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া পরীক্ষার প্রয়োজনে স্টাডি ড্রাগসের ব্যবহারকে পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অ্যাকাডেমিক অসততা হিসেবে দেখে এবং অপরাধ প্রমাণে শাস্তিও দেয়। ডিউক ইউনিভার্সিটির মতো কিছু প্রতিষ্ঠান একে সরাসরি প্রতারণা বলে চিহ্নিত করেছে। ভারতে নামী প্রতিষ্ঠানগুলি ‘ড্রাগ ফ্রি ক্যাম্পাস’ নীতি অনুসরণ করে। তবে পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদা নিয়ম নেই। বমাল ধরা পড়লে কেন্দ্রীয় নারকোটিকস ড্রাগস আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রে ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা নেই বলে প্রতারক ছাত্রদের শনাক্ত করা একটা সমস্যা। ছাত্রদের ওপর নিয়মিত নজর রাখা, তাঁদের ভবিষ্যতে বিষম ফলের জন্য সচেতন করা ও মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ দেওয়াই উপায়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সন্দেহজনক পড়ুয়াদের চিহ্নিত করে ও তাঁদের আচরণে কোনও অস্বাভাবিক বিচ্যুতির ওপর নজর রাখে।

আরেক শ্রেণির প্রতিভাবান ছাত্র কিছু সৃজনশীল মানুষের আসক্তি দেখে ড্রাগ নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষায় নামলেও ঐতিহাসিক ভাবে অ–মাদকাসক্ত, সংযমীরাই দীর্ঘদিন সৃষ্টিশীল থাকেন। দালি এবং পিকাসো দু’জনেরই পরাবাস্তব সৃষ্টিকর্মের পিছনে কোনও মাদক বা সুরার প্রভাব নেই। ‘চিত্ত বিনোদন’-এর জন্য ড্রাগ ব্যবহারের সমস্যা অবশ্য আলাদা।

লেখক চিকিৎসক

দ্বিতীয় উত্তর সম্পাদকীয়র জন্য ৬০০ শব্দে লেখা পাঠানোর মেল— sampadokiyo@aajkaal.net

তথ্য

পেছনের পা দিয়ে আঘাত করাকে ফারসিতে বলে ‘লাকাদ’। ‘লাকাদ’ সিধে বাংলায় হয়ে গেছে ‘লাথি’।

দে মু

৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ– শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে),
entre, Siliguri–734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara
০০, ৬৬১৫৮৮০০। Phone: (033) 40820800, 66158800, E-mail: mail@aajkaal.net
REGD. NO. KOL RMS/243/2019–2021 RNI NO: R.N. 37263/81